নবীজীর প্রিয় নামায

(কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নামাযের সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

নবীজীর প্রিয় নামায

(কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নামাযের সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

মুফতী আবদুল্লাহ নাজীব

উস্তায, জামিয়াতুস সুফফাহ, বগুড়া, বাংলাদেশ

নবীজীর প্রিয় নামায

(কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নামাযের সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

মুফতী আবদুল্লাহ নাজীব

স্বত্ব

লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক

মাকতাবাতুস সুফ্‌ফা, বগুড়া, বাংলাদেশ।

০১৮২৯-০১৮২১২

প্রকাশকাল

৫ম সংস্করণ : রবিউস সানী ১৪৪৫ হি./অক্টোবর ২০২৩ঈ.

৪র্থ সংস্করণ : সফর ১৪৪১হি./অক্টোবর ২০১৯ঈ.

৩য় সংস্করণ : রবিউস সানী ১৪৪০ হি./ ডিসে. ২০১৮ ঈ.

২য় সংস্করণ : সফর ১৪৩৯ হি./ নভে. ২০১৭ ঈ.

১ম সংস্করণ : রজব ১৪৩৮ হি./ এপ্রিল ২০১৭ ঈ.

পরিবেশক

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন

কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

০১৯৩৫-২৮৯৮৩২

মূল্য : ২২০ টাকা

হে আল্লাহ! এই ছোট্ট
আমলটি কবুল করে সবার
উপকারী বানিয়ে দিন। এর
সাওয়াব আমার মারহুম আব্বার
কাছে পৌঁছে দিন। তাঁকে
জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন।
আমাকে নবীজী ﷺ এর
মাহাব্বাত, আদর্শ ও প্রিয় নামায
দান করুন। আমীন

শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফী সাহেব রহ.-এর

(মহাপরিচালক, আলজামিআতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ)

দুআ ও বাণী

আলহামদুলিল্লাহ। আমার শাগরিদ ও জামিআর উস্তায মাওলানা আবদুল্লাহ নাজীব (সাল্লামাহুল্লাহ) দলীলসহ নবীজীর নামাযের পূর্ণ বিবরণ সংকলন করেছেন। রিসালার বিবরণ শুনে গুরুত্বপূর্ণই মনে হয়েছে।

তিনি সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের আলোকে নামাযের বিবরণটি সাজিয়েছেন। হাদীসের সাথে সাথে হুকুমও উল্লেখ করেছেন। ভূমিকায় নামাযের পদ্ধতি সংক্রান্ত মৌলিক ধারণা দিয়েছেন। সর্বোপরি নামাযের এরূপ বিবরণ আমার ভাল লেগেছে, ইতোপূর্বে এমন কিছু নযরে পড়েনি।

হাদীস মুখস্থ করার ক্ষেত্রে আমরা অনেক শিথিলতা করে থাকি, যা কাম্য নয়। আমাদের আরও সতর্ক হওয়া উচিত। এ রিসালাটিতে নামাযের মৌলিক হাদীসগুলো মুখস্থের উপযোগী করে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাই প্রত্যেকেরই রিসালাটি মুখস্থ করা উচিত। এতে যেমন নামাযের প্রতি আগ্রহ ও একাগ্রতা বাড়বে, তেমনি প্রচলিত লা-মাযহাবী-সালাফীদের অপপ্রচার থেকে নিরাপদ থাকা যাবে।

আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি, তিনি রিসালাটি কবুল করে উপকারী বানিয়ে দিন। লেখককে কবুল করুন। দীনের খেদমতে সর্বদা নিয়োজিত রাখুন। আমীন॥

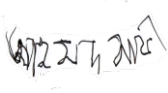

(আহমদ শফী)

মহাপরিচালক, দারুল উলূম হাটহাজারী

৫ শাবান ১৪৩৮হি.

পেশ লফয

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين

নামায নবীজী ﷺ এর প্রিয় ইবাদত। নবীজী ﷺ সাহাবা কেরামকে বলেছেন, 'তোমরা আমার মত নামায পড়'। আমরা স্বচক্ষে নবীজী ﷺ-কে নামায পড়তে দেখিনি। নবীজীর নামায কেমন ছিলো তা জানার সর্বোচ্চ মাধ্যম হলো কুরআন-সুন্নাহ, আর কুরআন-সুন্নাহর বাস্তবরূপ হিসেবে সাহাবা কেরামের আমল।

নবীজী ﷺ থেকে নামায সংক্রান্ত অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। স্বীকৃত সত্য হলো, নামাযের মৌলিক বিষয়াবলী এক; এতে না ভিন্নতা রয়েছে না মতভিন্নতার সুযোগ। তবে শাখাগত কিছু বিষয়ে ভিন্নতা রয়েছে। রয়েছে মতভিন্নতার অবকাশ।

কারণ, হয়তো নবীজী ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসই দু'রকম, অথবা হাদীসের বক্তব্য বা প্রামাণ্যতা অস্পষ্ট, একাধিক ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। আর হাদীসের এই জটিলতার সমাধান শুধু একজন মুজতাহিদ ইমাম দিতে পারেন। অন্য ব্যক্তির এ বিষয়ে কথা বলা মানেই নবীজীর আদর্শ ও সুন্নাহকে বিকৃতির পথকে সুগম করা।

হাদীসে জটিলতা ও আমাদের দায়িত্ব

আল্লাহ তাআলা ও নবীজী ﷺ এ ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব স্থির করে দিয়েছেন। বলেছেন, তোমরা না জানলে 'আহলে যিক্‌র' তথা 'মুজতাহিদের' স্মরণাপন্ন হও। (সূরা : নাহল, আয়াত : ৪৩) তাদের থেকে জেনে আমল করো। বলা বাহুল্য যে, ঘরে ঘরে মুজতাহিদ পাওয়া অসম্ভব। অথচ আমল সবাইকে করতে হবে! তাই নবীজী ﷺ এর সুন্নাহ ও দলিলের আলোকে নামাযের পূর্ণাঙ্গ রূপ ও বিধান সংকলন ছিলো যুগের চাহিদা।

এ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই বড় বড় মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদের সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করেন ইমাম আবু হানীফা রাহ.। কুরআন-সুন্নাহ ও অন্যান্য দলিল মন্থন করে সর্বস্বীকৃতভাবে নামাযের পদ্ধতি ও অন্যান্য বিধান সংকলন করেন। তাঁদের সংকলনে নবীজী ﷺ এর নামাযের পূর্ণাঙ্গ বিধান ও রূপ ফুটে ওঠে। যুগশ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ ও হাফিযুল হাদীস ইমামগণ এ সংকলনকে সমর্থন করেন এবং তদানুযায়ী ফাতওয়া দেন ।

অদ্যাবধি ভারতীয় উপমহাদেশসহ ইসলামী দুনিয়ার অধিকাংশ মুসলমান সেভাবেই আমল করে আসছেন। যুগ যুগ ধরে গবেষণা ও পর্যালোচনা হওয়া সত্ত্বেও আজও তা দীপ্তোজ্জল; কুরআন-সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত হিসেবেই স্বীকৃত।

নামাযের বিবরণ আরও অনেক ইমাম লিপিবদ্ধ করেছেন। পুস্তিকা আকারে প্রকাশিতও হয়েছে। সেগুলোতে রয়েছে কিছু ভিন্নতা ও মতভিন্নতা।

বিভিন্ন পদ্ধতি ও আমাদের করণীয়

বিভিন্ন পদ্ধতির ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী? নবীজী ﷺ তাও শিক্ষা দিয়ে গেছেন। যেমন, নবীজী ﷺ মদীনায় আযান শিক্ষা দিয়েছেন এক রকম, মক্কায় আবু মাহযূরা রা.কেও তিনি আযান শিক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু তার আযান ছিলো ভিন্ন রকম। তাহলে আযানের দুই পদ্ধতি হলো। কিন্তু নবীজী ﷺ কখনোই এ কথা বলেননি, সকল মসজিদের আযান এক রকম হতে হবে; বা একই মসজিদে উভয় পদ্ধতিতেই আযান হতে হবে। সর্বোপরি নবীজী ﷺ মক্কার আযান মদীনায় চালু করেননি। এমনিভাবে মদীনার আযান মক্কায় চালু করেননি। সুতরাং উভয়টিকে আপন স্থানে সচল ও বাকী রাখাই হলো নববী আদর্শ ও নবীজীর সুন্নাহ।

অনুরূপ নবীজী ﷺ এর সুন্নাহর দাবী হলো, মদীনার নামায মদীনায়, মক্কার নামায মক্কায় এবং কূফার নামায কূফায় বলবৎ রাখা। কারণ সবগুলোই নববী নামাযের পদ্ধতি। (আলমুহাল্লা ৩/১৯৫) এভাবেই রেখে গেছেন পর্যায়ক্রমে চার খলীফা।

আমরা জানি, হযরত আবু হানীফা রাহ. এর উক্ত বোর্ড কর্তৃক নবীজী ﷺ এর নামাযের সংকলন আমাদের মাঝে যুগ যুগ ধরে প্রতিষ্ঠিত, যা বহাল রাখাই নবীজী ﷺ এর আদর্শ ও সুন্নাহর দাবি। বর্তমানে সব পদ্ধতির সমন্বয় করা, অথবা নতুন কোনো পদ্ধতি চালু করে অন্যগুলোকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করা মানেই, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা এবং সুন্নাহর বিরোধিতা করা।

শাখাগত বিষয়ে বিভিন্নতা দোষণীয় নয়। মূলত তা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার বিভিন্ন শাখা-পথ। আল্লাহ তাআলা নিজেই

বলেছেন, *আমার প্রতি আগ্রহীকে আমি বিভিন্ন শাখা-পথ দেখাবো।* (সূরা : আনকাবূত, আয়াত : ৬৯) তবে মানুষ একই সময়ে দু'পথে চলতে অপারগ। বাধ্য হয়ে তাকে একটি পথ নির্বাচন করতে হয়। এটাই বাস্তবতা। অনুরূপ নামাযের ক্ষেত্রেও একটি পদ্ধতিকে নির্বাচন করে নিতে হবে। আর আমরা যে পদ্ধতিতে নামায আদায় করি তা দলীল-প্রমাণের দিক থেকে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য।

প্রিয় মুসলিম ভাই,

উক্ত পদ্ধতিই সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসসহ সংক্ষেপে আপনার সামনে পেশ করছি। বিস্তারিত দলিল ও বিধানের স্তরবিন্যাস জানার জন্য **"কুরআন সুন্নাহর আলোকে আপনার নামায"**সহ সংশ্লিষ্ট কিতাব পড়ার অনুরোধ থাকলো।

যদি কেউ আপনাকে সংকলিত ভিন্ন পদ্ধতি দিতে চায়, তাকে বিনয়ের সাথে বলুন, আমার কাছেও একটি সংকলিত পদ্ধতি রয়েছে, দলিলও রয়েছে। তাই মক্কার আযান মক্কায় রাখুন, যেমনটি নবীজী ﷺ রেখেছেন। বেশি কৌতূহল থাকলে বিজ্ঞ আলেমের কাছে গিয়ে মীমাংসা করে আসুন। বিশৃঙ্খলা নয়, কল্যাণকামিতাই দ্বীন।

সালামান্তে
আপনার দ্বীনীভাই
আবদুল্লাহ নাজীব
দারুল উলূম হাটহাজারী
৮ রজব, ১৪৩৮ হিজরী

জ্ঞাতব্য

নবীজী ﷺ এর নামাযের বিবরণ উল্লেখ করার প্রয়োজনে বহু কিতাবের সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। কিতাবে উদ্ধৃত হাদীসগুলো যথেষ্ট যাচাইয়ের পর নির্বাচন করা হয়েছে। উল্লিখিত হাদীসসমূহের শব্দ প্রথমে উদ্ধৃত কিতাব থেকে নেয়া হয়েছে।

কোনো কোনো স্থানে হাদীসের মূলশব্দ ঠিক রেখে সংক্ষেপ করা হয়েছে। মাওকূফ হাদীসের ক্ষেত্রে শুরুতে সাহাবী/তাবেয়ীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। মারফূ হাদীসের ক্ষেত্রে কোথাও নবীজীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাও সংক্ষেপনের লক্ষ্যে উল্লেখ করা হয়নি।

সূচীপত্র

দুআ ও বাণী ৭
পেশ লফয ৮
হাদীসে জটিলতা ও আমাদের দায়িত্ব ৯
বিভিন্ন পদ্ধতি ও আমাদের করণীয় ১০
জ্ঞাতব্যঃ ১২
নবীজী ﷺ এর ফরজ নামায ১৭
পবিত্রতা ২৪
নামাযের সময় ২৭
কিয়াম ৪৭
খুশু-খুযূ ৫০
তাহরীমা ৫৩
কিরাআত ৫৮
রুকূ ৭৪
সেজদা ৮২
দ্বিতীয় রাকআত ৯১
তাশাহ্হুদ ৯৩
তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআত ৯৯
সালাম ১০২
সেজদায়ে সাহু ১০৪
ছুটে যাওয়া রাকআত ১০৯
কাযা নামায ১১৪
সফরকালীন নামায ১১৬
অসুস্থকালীন নামায ১২৪
মহিলার নামায ১২৭
সুনানে রাতিবা ১৩১
তাহাজ্জুদের নামায ১৩৬
বিতিরের নামায ১৩৮
জুমআর নামায ১৪৪

ঈদের নামায.....১৫০
অন্যান্য নামায.....১৫৪
ইসতিখারার নামায.....১৫৪
সালাতুল হাজাহ:.....১৫৫
সালাতুত তাসবীহ:.....১৫৫
তাওবার নামায:.....১৫৬
সূর্যগ্রহণ/চন্দ্রগ্রহণের নামায:.....১৫৭
ইসতিসকার নামায:.....১৫৮
ইশরাক ও চাশতের নামায:.....১৫৯
চাশত:.....১৬০
তাহিয়্যার নামায:.....১৬০
জানাযার নামায.....১৬২
গ্রন্থপঞ্জি.....১৭৮

قال الله تعالى :

النساء : ١٠٣

নিশ্চয়ই নামায মুসলমানদের উপর ফরয, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। (সূরা নিসা, আয়াত: ১০৩)

নবীজী ﷺ এর ফরজ নামায

আল্লাহ তাআলা মিরাজের রাতে নবীজী ﷺ-কে পাঁচ ওয়াক্ত নামায দিয়েছেন।[১] তিনি প্রত্যেক জ্ঞানসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীর উপর ফরজ করেছেন।[২] ঈমানের পরেই নামাযের

---

[১] فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ الصَّلَوَاتُ خَمْسِيْنَ، ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، ثُمَّ نُودِيَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُ لاَ يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ، وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الخَمْسِ خَمْسِينَ"

"মিরাজের রাতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছিলো। এরপর তা কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত করা হয়। এরপর বলা হলো, হে মুহাম্মাদ! আমার কথার কোনো রদ বদল হয় না। আপনার জন্যে এই পাঁচ ওয়াক্তের ছাওয়াব পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান।"

-(সহীহ) সুনানে তিরমিযী (২১৩); দ্র. সহীহ বুখারী (৩৮৮৭), সহীহ মুসলিম (১৬২)।

[২] {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}

"নিশ্চয় নামায মুমিনদের উপর সময়াবদ্ধ ফরয।"

-সূরা নিসা, আয়াত : ১০৩

{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}

"তোমরা নামায কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং যারা রুকূ করে তাদের সাথে রুকূ কর।"

→

কথা বলেছেন।[১]
নির্দেশ দিয়েছেন নামাযের প্রতি যত্নবান হতে,[২] নামাযের মাধ্যমে সাহায্য নিতে।[৩] নামাযে অলসতা ও শিথিলতার নিন্দা করেছেন।[৪] নামায না পড়লে শাস্তির কথাও বলেছেন।[১]

←

-সূরা বাকারা, আয়াত: ৪৩।

[১] {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ}

"যারা গায়বের প্রতি ঈমান রাখে এবং নামায কায়েম করে।"

-সূরা বাকারা, আয়াত: ৩।

[২] {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}

"তোমরা নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষত মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি এবং তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীত হয়ে দাঁড়াও।"

-সূরা বাকারা, আয়াত: ২৩৮।

[৩] {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ}

"হে মুমিনগণ! তোমরা নামায ও সবরের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।"

-সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৩

[৪] {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا}

→

এরশাদ করেছেন, 'নামায অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে।'[২] নবীজী ﷺ নামাযের অপরিসীম গুরুত্ব দিতেন।[১] বলেছেন,

---

←

"নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করে। অথচ আল্লাহই তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছেন। আর যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায়, কেবল লোক দেখানোর জন্য, আসলে তারা অল্পই আল্লাহকে স্মরণ করে।"

-সূরা নিসা আয়াত: ১৪২।

{فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ}

"ধ্বংস হোক সে নামাযীদের, যারা তাদের নামাযে গাফলতি করে। যারা মানুষকে দেখায়।"

-সূরা মাউন, আয়াত: ৪-৬।

[১] {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ۝ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ}

"(তাদেরকে বলা হবে) কোন্ কাজ তোমাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করল? তারা বলবে, আমরা নামাযীদের মধ্যে ছিলাম না।"

-সূরা মুদ্দাচ্ছির, আয়াত: ৪২-৪৩।

[২] {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ}

"এবং আপনি নামায কায়েম করুন। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বাধা দেয়।"

-সূরা আনকাবুত, আয়াত: ৪৫।

নামায ইসলামের ভিত্তি।[২] এবং ঈমান ও কুফরের মাঝে পার্থক্যকারী।[৩]

←

[১] قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর। আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কোনো মাবুদ নেই ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল- এর সাক্ষ্য দেয়া, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, হজ্জ করা এবং রমযানের রোযা রাখা।"

-সহীহ বুখারী (৮), সহীহ মুসলিম (১৬), সুনানে তিরমিযী (২৬০৯)

[২] أَوَلَا أَدُلُّكَ عَلَى رَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ؟ أَمَّا رَأْسُ الْأَمْرِ: فَالْإِسْلَامُ، فَمَنْ أَسْلَمَ سَلِمَ، وَأَمَّا عَمُودُهُ: فَالصَّلَاةُ، وَأَمَّا ذُرْوَةُ سَنَامِهِ: فَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ

"আমি কি তোমাকে এই বিষয়ের (দীনের) মূল, এর খুঁটি ও এর সবোচ্চ চূড়া জানাবো না? এই বিষয়ের মূল হলো ইসলাম, সুতরাং যে ইসলাম গ্রহণ করলো সে নিরাপদ হলো। এর খুঁটি হলো নামায। আর এর সবোচ্চ চূড়া হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ।"

-(হাদীস সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (২২০৬৮), মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (৩০৯৫১), আলমুজামুল কাবীর-তাবারানী (৩০৪)।

[৩] إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ

→